বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতা ভবন

৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.bffwt.gov.bd

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ খ্রি:

উপদেষ্টা	:	জনাব আ.ক.ম মোজ্জাম্মেল হক, এম পি মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্দেশনায়	:	জনাব খাজা মিয়া, সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে		জনাব এস এম মাহাবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
সম্পাদনায়	:	জনাব তরফদার মোঃ আক্তার জামীল, সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
সার্বিক সহযোগিতায়	:	জনাব মোঃ ছালেহ আহমদ, উপ-প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক (কল্যাণ) এর দায়িত্বে, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (শিল্প ও বাণিজ্য) এর দায়িত্বে, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব জামিল আহমদ, উপ-ব্যবস্থাপক (শিল্প ও বাণিজ্য), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব মোঃ ফয়েজ আহমেদ খান, ব্যবস্থাপক (অ: দা:) প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব মোঃ আবুল হোসেন গাজী, সহকারী প্রধান নিরীক্ষক, নিরীক্ষা শাখা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, সহকারী প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	কাজী নাজমুল হক, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	শেখ গোলাম সরোয়ার, সহকারী প্রোগ্রোমার (আইসিটি), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব মোঃ মজিব উল্যাহ চৌধুরী, বেসিক কর্মকর্তা (পিএস টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব মোঃ আইয়ুব খান, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
	:	জনাব মোঃ রবিউল আলম, অফিস সহকারী গ্রেড-১ কাম কম্পিউটার অপারেটর, প্রশাসন বিভাগ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
প্রকাশকাল	:	অক্টোবর ২০২২ খ্রি:
প্রকাশনায়	:	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, স্বাধীনতা ভবন, ৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

ক্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	ভূমিকা	০৪
২.	মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর বাণী	০৫
৩.	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর বাণী	০৬
৪.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর বাণী	০৭
৫.	ভিশন ও মিশন	০৮
৬.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি	০৮
০৭.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদেয় রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য:	০৯
	(ক) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	০৯
	(খ) বীরশ্রেষ্ঠ/শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা :	০৯
	(গ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা:	০৯
	(ঘ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:	০৯-১০
	(ঙ) উৎসব ভাতাদি:	১১
	(চ) রেশন সুবিধা:	১১
	(ছ) বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি:	১২
	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের-২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের বিবরণি (প্রভিশনাল)	১২
০৮.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর ব্যাংক ঋণ মওকুফ	১৩
০৯.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি (১৯৭২-মে ২০২২খ্রি: পর্যন্ত)	১৩
১০.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:	১৩
১১.	অনলাইনের মাধ্যমে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা, বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি ও চিকিৎসা বিল	১৩
১২.	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার ও বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের আইডি কার্ড প্রদান:	১৪
১৩.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের চিকিৎসা ব্যয়	১৪
১৪.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নাধীন ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র:	১৫-৩১

ভূমিকা

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের (সশস্ত্র বাহিনী, মুজিব বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, কিলো ফ্লাইট, বাংলাদেশ আনসার সদস্য) কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ ৯৪/১৯৭২ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৯টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৮টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৭৮ সালে আরও ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টকে প্রদান করা হয়। এছাড়া ট্রাস্ট নিজস্ব উদ্যোগে ৩টি প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে। সব মিলিয়ে ট্রাস্টের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২টি। ১৯৮০-১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে পুঁজি প্রত্যাহারজনিত কারণে ৭টি প্রতিষ্ঠান বিক্রি করা হয় এবং ৮টি প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে ফেলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ১৭টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৩৪টি প্রতিষ্ঠান/প্লটে বিভুক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ ট্রাস্টি বোর্ড। উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ চালুকরণ, বিকল্প ব্যবহারসহ সার্বিক তদারকির জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্বাধীনতা ভবন (প্রধান কার্যালয়)

আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এম.পি
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরবিার/যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের (সশস্ত্র বাহিনী, মুজিব বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, কিলো ফ্লাইট, বাংলাদেশ আনসার সদস্য) কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ ৯৪/১৯৭২ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাঙালি জাতির জন্য যে উন্নত জীবনের কথা ভেবেছিলেন, তার সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবধি বৃদ্ধি করে চলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ‘এ’ শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের/পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার পরিমাণ ১৯,৮০০/-টাকা থেকে ৪৫,০০০/-টাকায়, ‘বি’ শ্রেণির ১৪,২৪১/-টাকা থেকে ৩৫,০০০/-টাকায়, ‘সি’ শ্রেণির ৯,৪৫০/-টাকা থেকে ৩০,০০০/-টাকায়, ‘ডি’ শ্রেণির ৮,১০০/-টাকা থেকে ২৭,০০০/-টাকায়, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ৮,১০০/-টাকা হতে ৩০,০০০/-টাকায় এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ৭,০২০/-টাকা হতে ৩০,০০০/-টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

এছাড়াও ০৭ জন শহিদ বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারকে প্রদত্ত ১১,২৫০/-(নিধারিত) থেকে বর্তমানে ৩৫,০০০/-টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বীর উত্তম-২৫,০০০/-টাকা, বীর বিক্রম-২০,০০০/-টাকা এবং বীর প্রতীক-কে মাসিক ২০,০০০/-টাকা হারে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও তাঁদেরকে পুলিশের ন্যায় স্বল্পমূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ছাত্র-বৃত্তি প্রদান, উৎসব বোনাস, শিক্ষা ভাতা, বিবাহ ভাতা, চিকিৎসা সুবধি (দেশে/বিদেশে) কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন, মৃত দেহ দাফন/সৎকার, পানি ও পয়:নিষ্কাশন বিল, বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স, গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধাসহ জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতর্পূব সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১-২০২২ প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

২৪/১১/22

(আ.ক. ম মোজাম্মলে হক. এমপি)

জনাব খাজা মিয়া
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম ও সাফল্য নিয়ে "বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১-২০২২" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সামগ্রিক হালনাগাদ তথ্য সকলকে অবহিত করতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের আর্দশ ও চেতনা পুন:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আর্দশকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থা বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট বিভিন্ন কর্মসুচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষত: যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভুক্ত সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ট্রাস্টি বোর্ড ও নির্বাহী কমিটির সার্বিক নির্দেশনা ও পরামর্শে এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম আগের চেয়ে গতিশীল হয়েছে এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আগামীতেও দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের উদ্যমী কর্মপ্রয়াসের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

১০/২০২২
খাজা মিয়া
সচিব

এস এম মাহাবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন কোনো প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনের একটি তথ্যভিত্তিক দলিল। এটি বছরওয়ারী সামগ্রিক কর্মকান্ডের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে জনসাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা ও উন্নয়নের গতিশীলতা প্রকাশ করে। সে লক্ষ্যেই বাংলাদশে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশ করা হলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৯৪/১৯৭২ বলে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের (সশস্ত্র বাহিনী, মুজিব বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, কিলোফ্লাইট, বাংলাদেশ আনসার সদস্য) সার্বিক কল্যাণে নানাবিধ কাঁযক্রম পরিচালনা করে আসছে।

জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রদত্ত সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ছাত্র-বৃত্তি, উৎসব বোনাস, শিক্ষা ভাতা, বিবাহ ভাতা, দেশে/বিদেশে চিকিৎসা সুবিধা, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন, মৃত দেহ দাফন/সৎকার, পানি ও পয়:নিষ্কাশন বিল, বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স, গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধাসহ পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং অন্যান্য সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সাধনকল্পে ইতোমধ্যে, Bangladesh (Freedom Fighter) Welfare Trust Order, 1972 যুগোপযোগি করে গত ০৮ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি: তারিখ 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮' গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, চাকুরি প্রবিধানমালা এবং কল্যাণ প্রবিধানমালা যুগোপযোগী ও হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মদক্ষতার ফলে গত অর্থবছরে ট্রাস্টের পুঞ্জীভূত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অডিট আপত্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রণীত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট একনিষ্ঠভাবে ও আন্তরিকতার সাথে আগামীতেও কাজ করে যাবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

এস এম মাহাবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ভিশন ও মিশন

ভিশন: শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভূক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

মিশন: শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভূক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গেরসার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করা।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি:

- **যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের** ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ, পণ্য বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উহার ব্যবস্থাপনা;
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ঔষধপত্রসহ দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- **যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের** জন্য পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;
- **যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত এবং শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের** সুবিধাভোগী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;
- ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- **যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের** সম্মানী ভাতা, রেশন সুবিধাসহ উৎসব ভাতা প্রদান;
- স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ ; এবং
- ট্রাস্টের তহবিল গঠন ও উহার ব্যবস্থাপনা।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদেয় সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য:

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পঙ্গুত্বের মাত্রা অনুযায়ী চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া শহিদ পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারকে নিম্নোক্ত হারে ভাতা প্রদান করা হয়:

(ক) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা:

ক্র: নং	ক্যাটাগরি (পঙ্গুত্বের মাত্রার ভিত্তিতে)	মাসিক ভাতা	মাসিক চিকিৎসা ভাতা	সাহায্যকারী ভাতা	খাদ্য ভাতা	মাসিক মোট ভাতা
০১	'এ' (পঙ্গুত্ব ৯৬% - ১০০%)	৩০,০০০/-	২,০০০/-	৮,০০০/-	৫,০০০/-	৪৫,০০০/-
০২	'বি' (পঙ্গুত্ব ৬১% - ৯৫%)	২৮,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩৫,০০০/-
০৩	'সি' (পঙ্গুত্ব ২০% - ৬০%)	২৩০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০৪	'ডি' (পঙ্গুত্ব ০১% - ১৯%)	২০,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	২৭,০০০/-
০৫	শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	২৩,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০৬	মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	১৮,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	২৫,০০০/-
০৭	বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবার	২৮,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩৫,০০০/-

(খ) বীরশ্রেষ্ঠ/শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানী ভাতা :

ক্র: নং	ক্যাটাগরি (পঙ্গুত্বের মাত্রার ভিত্তিতে)	মাসিক ভাতা	মাসিক চিকিৎসা ভাতা	মাসিক খাদ্য ভাতা	মাসিক মোট ভাতা
০১	শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	২৩,০০০/-	২,০০০/-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০২	মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	২৩,০০০/-	২,০০০/-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০৩	বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবার	২৮,০০০/-	২,০০০/-	৫,০০০/-	৩৫,০০০/-

(গ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মানী ভাতা:

ক্র: নং	ক্যাটাগরি	মাসিক ভাতার হার
১	বীর শ্রেষ্ঠ	৩৫,০০০/-
২	বীর উত্তম	২৫,০০০/-
৩	বীর বিক্রম	২০,০০০/-
৪	বীর প্রতীক	২০,০০০/-

(ঘ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:

০১।	শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ সন্তান)	:	বার্ষিক প্রতি সন্তান ১৬০০/- টাকা। সন্তানদের স্নাতক পর্যন্ত বিনা বেতনে অধ্যায়নের ব্যবস্থা;
০২।	বিবাহ ভাতা (অনধিক ২ কন্যা)	:	প্রতি কন্যা ১৯,২০০/- টাকা (এককালীন);
০৩।	ঈদ বোনাস ২টি	:	মূল ভাতার সমপরিমাণ;
০৪।	প্রীতিভোজ (২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর)	:	জন প্রতি ২৪০/- টাকা হারে মোট ৪৮০/- টাকা;
০৫।	(ক) দেশে চিকিৎসা খরচ	:	২০% ও তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্ব যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ ট্রাস্টের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা বিল পেয়ে থাকেন;
	(খ) বিদেশে চিকিৎসা খরচ	:	২০% ও তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ট্রাস্ট কর্তৃক নির্বাহকৃত ব্যয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮.০০ (আট) লক্ষ টাকা;
০৬।	কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ চলাচলের জন্য মটরাইজড হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, লাঠি, কৃত্রিম অঙ্গ, জুতা-মোজা, শ্রবণ যন্ত্র, চশমা ইত্যাদি পেয়ে থাকেন;
০৭।	আবহাওয়া পরিবর্তন	:	হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য বৎসরে একবার কক্সবাজারে আবহাওয়া পরিবর্তন/ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়;

০৮।	বার্ষিক ক্রীড়া ও বনভোজন	:	ঢাকায় অবস্থানরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাদের পরিবার এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন আয়োজন করা হয়;
০৯।	জাতীয় শোক দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন	:	প্রতি বছর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এছাড়া ৭ মার্চ জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, বিজয় দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী, ও মুজিবনগর দিবসসহ অন্যান্য দিবস পালন করা হয়;
১০।	মৃতদেহ দাফন/সৎকার	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মৃতদেহ দাফন/সৎকারের ব্যয় নির্বাহ করা হয়;
১১।	পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন বিল মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানির বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১২।	বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৩।	হুইলচেয়ারধারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মোবাইল ফোন	:	চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ট্রাস্টের সহিত যোগাযোগের জন্য হুইল চেয়ারে চলাচলাকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রাস্ট থেকে মোবাইল ফোন দেয়া হয়েছে। এজন্য তাঁরা মাসিক ১১০০/- টাকা পর্যন্ত মোবাইল কার্ড সুবিধা প্রাপ্য হচ্ছেন;
১৪।	পথ্য বিল		যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পথ্য বিল বাবদ মাসিক ৩.১২২/-টাকা হারে প্রদান করা হচ্ছে।
১৫।	পরিচয়পত্র	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের (২০% থেকে তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত) পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা- (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রথম শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত; (২) বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ প্রতি রুটে এবং আন্তর্জাতিক যে কোন রুটে (ইকোনমি ক্লাস) বছরে একবার যাতায়াত; (৩) বিআরটিসি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত; (৪) বিআইডাব্লিউটি-এর জলযানে প্রথম শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত; (৫) সওজ-এর আওতাধীন সেতু পারাপারে গাড়ির টোল মওকুফ; (৬) বিআইডব্লিউটিসি-এর ফেরিতে প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ও এ্যাম্বুলেন্স বিনা ভাড়ায় পারাপার এবং ভিআইপি ক্যাবিনে ভ্রমণ; (৭) পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল ও মোটেলে স্ব-পরিবারে ০২ (দুই) রাত বিনা ভাড়ায় বছরে একবার থাকা; (৮) জেলা পরিষদের মালিকাধীন ডাক বাংলোতে এক/স্বপরিবারে বিনা ভাড়ায় ৪৮ ঘন্টা অবস্থান; (৯) আবাসিক টেলিফোন সংযোগ ফি মওকুফসহ মাসিক ৬০০/- টাকা পর্যন্ত কল-মানি মওকুফ;
	গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার জানুয়ারি/২০০০ হতে ০২ বার্ণারের ০১ চুলার বিল এবং ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৭।	ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ		বিনামূল্যে ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ প্রদানের জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ গজনবী রোডে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ নির্মাণ করা হয়েছে। খালি সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(ঙ) উৎসব ভাতাদি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০৫/২০২১ খ্রি: তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রদত্ত মাসিক সম্মানি ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত হারে ও শর্তে উৎসব ভাতাদি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ	উৎসব ভাতা (০২টি)	মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধু জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাপ্য)	বাংলা নববর্ষ ভাতা	শর্ত
০১।	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	১০,০০০/-টাকা হারে	৫,০০০/-	২,০০০/-	১০,০০০/-টাকা হারে ২টি উৎসব ভাতা বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।
০২।	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	-	৫,০০০/-	২,০০০/-	-ঐ-
০৩।	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা	-	-	২,০০০/-	-ঐ-

(চ) রেশন সুবিধা:

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতাভোগী সকল শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ পরিবার ও তারামন বিবি, বীর প্রতীক এবং খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে রেশন সামগ্রী পেয়ে প্রদান করা হয়। মাসিক রেশন সামগ্রী প্রাপ্যতার হার নিম্নরূপ:

রেশন সামগ্রীর নাম	১ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	২ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	৩ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)	৪ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)
চাউল সিদ্ধ/আতপ	১১	২০	৩০	৩৫
আটা	১২	২০	২৫	৩০
চিনি	১.৭৫	৩	৪	৫
ভোজ্য তেল	২.৫	৪.৫	৬	৮
ডাল	৩.৫	৫.৫	৭	৮

বি:দ্র: যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে ১-১-১৯৭৩ হতে ৩০-১১-১৯৮৭ পর্যন্ত ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, ৩১-১২-১৯৮৭ হতে ২২-১০-২০০১ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং ২৩-১০-২০০১ হতে অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রাস্ট্রীয় সন্মানি ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ছাত্র-বৃত্তি প্রদানে ট্রাস্টের সাফল্য:

(ছ) বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান: বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি নীতিমালা-২০১২ এর আওতায় প্রতিবছর ৬০০ জনকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষায় ৩,৯৬৬ জন, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যায়নরত ৬১১ জন এবং ০৩ জন পিএইচডি গবেষকসহ মোট ৪,৫৭৭ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	শিক্ষার ধরণ	মেয়াদকাল	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ (মাসিক হার)	পূর্বে ছাত্রবৃত্তি তহবিলে স্থিতি (৩১-১২-২০২০খ্রি:)	বর্তমানে ছাত্রবৃত্তি তহবিলে স্থিতি
০১	সাধারণ শিক্ষা	০৫ (পাঁচ) বছর	১,০০০/-	৪৩ কোটি টাকা (তেতাল্লিশ কোটি)	১১৫.৯২৩৮ কোটি টাকা (একশত পনেরো কোটি বিরানব্বই লক্ষ আটত্রিশ হাজার)
০২	ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারিং	০৫ (পাঁচ) বছর	১,৫০০/-		
০৩	পিএইচডি	০৩ (তিন) বছর	২০,০০০/-		

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের-২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের বিবরণী (প্রভিশনাল)

আয়:

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১।	এফডিআর'র সুদ	২০,৭৮,৬০,৯৬০/-
২।	এসটিডি হিসাবের উপর প্রাপ্ত সুদ	৮,৪৫,০০,০০০/-
৩।	ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভাড়া	৩০,২৮,০৬,৮৮৪/-
৪।	বিবিধ আয়	১,১২,০০,০০০০/-
	মোট আয়	**৬০,৭১,৬৭,৮৪৪/-**

ব্যয়:

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১।	বেতন-ভাতাদি (সকল প্রতিষ্ঠানসহ)	১৫,২১,৬০,০০০/-
২।	প্রশাসনিক ব্যয় (টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি, ওভারটাইম, আনসারদের বেতন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, আপ্যায়ন, কল্যাণ ব্যয় ইত্যাদি)	৬,৬০,০০,০০০/-
৩।	বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি	৫,১৩,০০,০০০/-
	মোট ব্যয়	২৬,৯৪,৬০,০০০/-
	নিট মুনাফা (তেত্রিশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ ষাট হাজার টাকা)	**৩৩,৯৪,৬০,০০০/-**

ব্যাংক ঋণ মওকুফ

ক্রঃ	বিবরণ	মওকুফ/পরিশোধ	মন্তব্য
১।	উদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় ট্রাস্টের নিকট রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বাবদ পাওনার বিপরীতে গৃহীত কার্যক্রম;	স্বাধীনতা পূর্ব ব্যাংক ঋণের সুদাসল বাবদ ৭৩.০৮ কোটি টাকা এবং স্বাধীনতা উত্তর ব্যাংক ঋণের সুদ বাবদ ৫৩.৩২ কোটি টাকা মোট (৭৩.০৮+৫৩.৩২) = ১২৬.৪০ কোটি টাকা মওকুফ করা হয়।	বর্তমানে ট্রাস্ট ব্যাংক ঋণ মুক্ত।
২।	ট্রাস্টের ৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসর জনিত সার্ভিস বেনিফিট সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম;	বকেয়া ১.৬৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।	

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি (১৯৭২-মে ২০২২ খ্রি) পর্যন্ত

ক্রঃ	বিবরণ	আপত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ
(১)	ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ ০২টি চালু প্রতিষ্ঠান ও ১৮টি বন্ধ প্রতিষ্ঠানের (১৯৭২-২০২২ সন পর্যন্ত) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি;	৫,৬৮২ টি	৯,০৮১৩.৭৩ লক্ষ টাকা।
(২)	১৯৭২ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে	৫,১২৫ টি	৫,০৬৭৮.৩৬ লক্ষ টাকা।
(৩)	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	৭৩৫ টি	৪,০১৩৫.৩৭ লক্ষ টাকা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

(কোটি টাকায়)

অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অডিট আপত্তি (চলতি অর্থ বছর)		নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি (চলতি অর্থ বছর)		অবশিষ্ট অডিট আপত্তি/		মন্তব্য
সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	
১৬২০	৬০,৬১২.৩১	--	--	১,০৬৩	২০,৪৭৬.৯৪	৫৫৭	৪,০১৩৫.৩৭	

অনলাইনের মাধ্যমে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা, বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি ও চিকিৎসা বিল

ক্রঃ	বিবরণ	মন্তব্য
(১)	এপ্রিল ২০১৩ থেকে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ‘অনলাইন ব্যাংকিং’ এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে এ বিলের জন্য যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় যাতায়াত কষ্ট লাঘব হয়েছে এবং আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
(২)	বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি অনলাইন ব্যাংকিং’ এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	
(৩)	চিকিৎসা বিলের অর্থ চেকের পরিবর্তে ‘অনলাইন ব্যাংকিং’ এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার ও বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের আইডি কার্ড প্রদান:

আইডি কার্ড ইস্যুর বছর	ইস্যুকৃত কার্ডের সংখ্যা	মন্তব্য
২০১০-২০১১	১১৫৭ টি	
২০১১-২০১২	৭৫২ টি	
২০১২-২০১৩	১৩২ টি	
২০১২-২০১৩	১২ টি	বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার
২০১৩-২০১৪	৬২ টি	
২০১৪-২০১৫	৭০ টি	
২০১৫-২০১৬	৮৫ টি	
২০১৬-২০১৭	৩০০ টি	
২০১৭-২০১৮	৩০০ টি	
২০১৮-২০১৯	২০০ টি	
২০১৯-২০২০	৩৫০ টি	
২০২০-২০২১	২৪ টি	
২০২১-২০২২	৩২ টি	

চিকিৎসা ব্যয়

অর্থবছর	প্রকৃত চিকিৎসা ব্যয়
২০১০-২০১১	৯৬,৮৪,০০০/-
২০১১-২০১২	১,৪৩,১৭,০০০/-
২০১২-২০১৩	১,৬৬,২৭,০০০/-
২০১৩-২০১৪	২,২৭,৪৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	২,০০,৪৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	২২,৬৭,০০০/-
২০১৬-২০১৭	১,৮৪,০০,০০০/-
২০১৭-২০১৮	৩,৫৫,৯২,০০০/-
২০১৮-২০১৯	৩৮,০০,৭০০/-
২০১৯-২০২০	৩,৭২,০৫,০০০/-
২০২০-২০২১	৩,৭২,০৫,০০০/-
২০২১-২০২২	৩,৯৫,২০,০০০/-

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ২০২১-২০২২ গৃহীত অর্থবছরের উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নাধীন ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র:

ঢাকা জেলা

০১। **স্বাধীনতা ভবন:** (প্রধান কার্যালয়) : জমির পরিমাণ ১৩.০০ শতক। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২য়, ৪র্থ ও ৫ম তলার সম্পূর্ণ এবং ৩য় তলার আংশিক ট্রাস্টের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ৩য় তলার আংশিক এবং নীচ তলার সম্পূর্ণ অংশ ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। ভবনটি ভাঙ্গা ও অপিরিচ্ছন্ন ছিল। ২০২১ সালে মেরামত ও রং করে ব্যবহারের উপযোগী ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে।

স্বাধীনতা ভবন (প্রধান কার্যালয়)

০২। **গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স** (পুরাতন নাম: গুলিস্তান ও নাজ সিনেমা হল): ০২ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬১.৪০ শতক। উক্ত স্থানে বিটি পদ্ধতিতে (নির্মাণ ও হস্তান্তর) ০২টি বেইজমেন্টসহ ২০ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২০০১ সালে ডেভেলপার দি ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ-এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২০০৮ সাল পর্যন্ত ০২টি বেইজমেন্টসহ ৯তলা নির্মাণ সম্পন্ন এবং ১০ম ও ১১তম তলা শুধুমাত্র কাঠামো নির্মাণ করা হয়। উক্ত স্থানে বর্তমানে ১০৭৪টি দোকান রয়েছে। গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সের অ-সমাপ্ত নির্মাণ কাজ (উর্ধমুখী সম্প্রসারণসহ আনুষঙ্গিক সকল কাজ) সম্পাদনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের আলোকে গত ২৬/০৪/২০২২খ্রি: তারিখে পূর্বতন ডেভেলপার দি ওয়েস্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ারস লিঃ-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ডেভেলপার নির্মাণ কাজ শুরু করার পূর্বে ভবনের বিভিন্ন তলায় ও বেইজমেন্টের ময়লা পরিস্কার ও সেফটি ও শেডের কাজ সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যেই ১২ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৩ তলার কলাম শুরু হবে।

উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণাধীন গুলিস্তান কমপ্লেক্স ভবন

০৩। **মডেল কমপ্লেক্স :** ১২, ২৭-৩২ মদন পাল লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২৮.৮০ শতক। উক্ত স্থানে বিটি পদ্ধতিতে (নির্মাণ ও হস্তান্তর) ০১টি বেইজমেন্টসহ ০৬ তলা বিশিষ্ট ভবন (মার্কেট) নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটিতে ৩৯৬টি দোকান রয়েছে। ভবনটি বাণিজ্যিকভাবে ভাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে।

০৪। **মডেল মিনি মার্কেট:** ১২, ২৭-৩২ মদন পাল লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ৪.৮০ শতক। উক্ত স্থানে ৪তলা বিশিষ্ট একটি মার্কেট ভবন রয়েছে। ভবনটিতে ২৯টি দোকান আছে। দোকান গুলো বাণিজ্যিকভাবে ভাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে।

০৫। **পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন:** ৪৭ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১৪.৮৭ **শতক।** বর্তমানে ডিজেল ও অকটেন বিক্রি করা হচ্ছে। আয় বৃদ্ধির জন্য এলপিজি স্থাপন ও সার্ভিস সেন্টার আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এলপিজি স্থাপনের অনুমোদন গ্রহণের জন্য বিস্ফোরক অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। তবে জায়গার পরিমাণ সামান্য কম থাকায় অনুমোদন পাওয়া যায়নি। তবে জায়গাটি ঢাকা জেলা প্রশাসনের সার্ভেয়ার দ্বারা সরেজমিনে পরিমাপ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে উক্ত স্থানে জমির পরিমাণ ১৪.৮৭ শতক। সে অনুযায়ী এলপিজি প্লান্ট স্থাপনের জন্য পুনরায় আধা-সরকারি পত্র দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আধুনিকায়নের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।

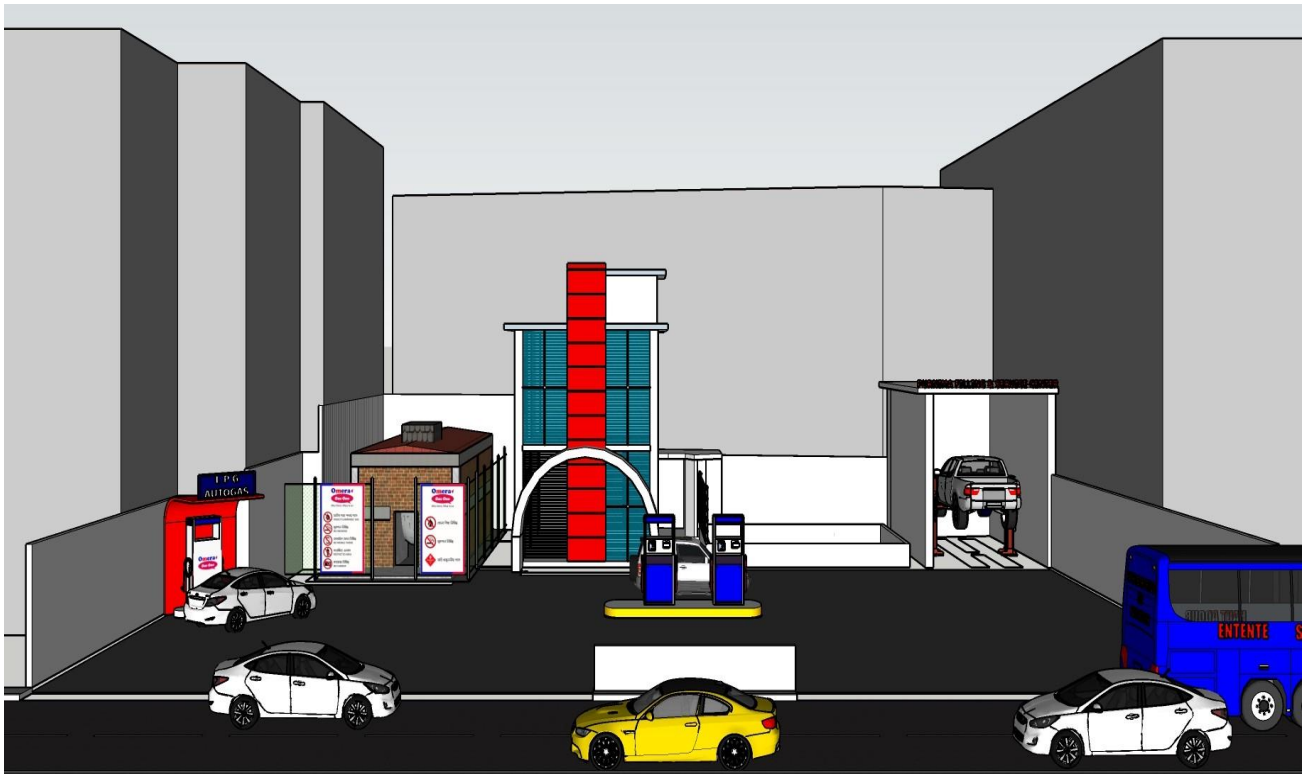

আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াধীন পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন

০৬। মুন কমপ্লেক্স: ১১ ওয়াইজঘাট রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬২.০০ শতক। নির্মাণাধীন ভবন। উক্ত স্থানে বিটি পদ্ধতিতে (নির্মাণ ও হস্তান্তর) ১০ তলার ভিত্তিসহ ০৭তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২০০১ সালে ডেভেলপারের সাথে চুক্তি হয়। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১টি বেইজমেন্টসহ ০৫তলা পর্যন্ত সম্পন্ন এবং ৬ষ্ঠ তলার কাঠামো নির্মিত হয়েছে। জমির মালিকানা নিয়ে আদালতে মামলা চলমান ছিল। ১৫/১০/২০২০খ্রি: তারিখে আপিল বিভাগের লিখিত রায়ে মুন সিনেমা হল ও তার মালিকানাস্বত্ব বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবরে প্রদান করা হয়। মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ডেভেলপারের সাথে ১৬/১০/২০২১ খ্রি: তারিখে সভা করা হয়েছে।ভবনটি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১১/০৬/২০২২ ও ২৩/০৬/২০২২ খ্রি তারিখে সাব-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডেভেলপার উক্ত সভায় হাজির হন এবং ভবনটি ট্রাস্টকে বুঝিয়ে দিতে সম্মত হয়েছেন। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। অফিস স্থাপন করা হয়েছে। দ্রুত দোকানের তালিকা সংগ্রহ করে ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইতোমধ্যে ২৩জন দোকানদারের তালিকা পাওয়া গেছে। আগামী ১৫দিনের মধ্যে অবশিষ্ট দোকানদারদের তালিকা সংগ্রহ করার জন্য নির্বাহী কমিটির সভায় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (BUET) প্রকৌশলীদের মাধ্যমে যাছাই বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

০৭। মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১, ১/১, ১/২, ১/৩ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।জমির পরিমাণ-৬৯.৭০ **শতক।** উক্ত জায়গায় যুদ্ধাহত, খেতাবপ্রাপ্ত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য সরকারি অর্থায়নে ০২টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনে ৭ম থেকে ১৩তম তলা পর্যন্ত ৮৪টি ফ্ল্যাট আছে। এছাড়া বাণিজ্যিক অংশে ৭৪টি দোকান রয়েছে। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবাকে বিনামূলে ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ভবনটি সম্প্রতি মেরামত/সংস্কারসহ রং করা হয়েছে। এছাড়া লিফট সার্ভিসিং করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে।

সংস্কারের পর মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১

০৮। **১/৬ গজনবি রোড:** মোহাম্মদপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ-২০.২০ শতক। উক্ত জমিতে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যেক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য The Builders Engineer's Associates Ltd-M/S Chakori Construction (JV) বরাবরে ২০/০১/২০২২ খ্রি: তারিখে Notification of Award (NoA) দেয়া হয়েছে। ডেভেলপার NoA গ্রহণপূর্বক সাইনিং মানির ১,৯০,০০,০০০/-টাকা জমা দিয়েছে। গত ১৭/০৮/২০২২ খ্রি: তারিখে অবৈধ ১৭ জন দখলদারকে উচ্ছেদ করে উক্ত তারিখেই ডেভেলপারকে জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত বহুতল ভবন
১/৬ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

০৯। রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট: (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস) ৪৩, ৪৩/১, ৪৩/২ ও ৪৩/৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা জমির পরিমাণ-৩.৮২ **একর। উক্ত স্থানে ১৯৯৫ সালে রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট নামে আধা-পাকা টিনসেড মার্কেট নির্মাণ করা হয়। উক্ত মার্কেটে ৩৫ বর্গফুট আকারের ১৭৯৬টি দোকান রয়েছে। উক্ত জমিতে (বিল্ড অপারেট এন্ড ট্রান্সফার) বিওটি পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ০৩/১০/২০২১ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। নির্বাহী কমিটির ৫৭তম সভায় (২৮/১২/২০২১খ্রি:তারিখে অনুষ্ঠিত) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। ভবন নির্মাণের বিষয়ে দোকান মালিক সমিতির সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে সমিতির নিকট হতে বরাদ্দকৃত দোকানদারদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য দোকানদার সমিতির পক্ষ হতে ০১টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। যা যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হবে।**

রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট
(আন্তর্জাতিক মানের শপিংমল নির্মাণ প্রস্তাবাধীন)

১০। **অফিস বাড়ি:** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) ৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ- **২৬.৯৫ শতক। ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য মদিনা ডেভেলপমেন্টস লিঃ-এর সাথে ১৮/১০/২০১৮** খ্রি: **তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত জায়গায় বসবাসকারীদের মামলার কারণে ডেভেলপারকে জায়গা বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানে বসবাসকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের (মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-০১) এ ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত ৩১/০৭/২০২২ খ্রি: তারিখে উক্ত জায়গায় বসবাসরত অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে জায়গাটি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে এনে ডেভেলপারকে জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।**

বহুতল ভবন নির্মাণাধীন অফিস বাড়ি

১১। **স্কুল বাড়ি** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা): ২৯/২ কে এম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১৪.০০ শতক। উক্ত জায়গা নির্বাহী কমিটির ৪৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণিজ্যিক ভবনের নক্সা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য টেন্ডার সিডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় কনসালটেন্ট নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত আছে। গত ০৫/০৮/২০২২ খ্রি: তারিখে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

অবৈধ দখল উচ্ছেদের পর স্কুল বাড়ি

১২। **৩নং শ্রমিক কলোনি** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা): **২৯/৪ কে এম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২৯.৩৬ শতক**। উক্ত জমিতে **মালিকানা নিয়ে মামলা চলমান থাকায় এবং** ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় মূল্যায়ন কার্যক্রম স্থগিত আছে।

১৩। **৪নং শ্রমিক কলোনি** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা): ২৮/২ কে এম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ৪৫.৯৬ শতক। উক্ত জায়গা নির্বাহী কমিটির ৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেয়ারিং পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ২০/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ০৩টি দরপত্র পাওয়া যায়। মালিকানা নিয়ে মামলা চলমান থাকায় এবং ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় মূল্যায়ন কার্যক্রম স্থগিত আছে।

১৪। **মিমি চকলেট লি:** ২৫৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-১.০০ একর। উক্ত জমিতে নির্বাহী কমিটির ৫৫তম তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেয়ারিং পদ্ধতিতে ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-যোগ্য ডেভেলপার নির্বাচনের জন্য ১৭/০৮/২০২১ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ০৪টি আবেদনের কারিগরি অংশ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় আর্থিক দরপত্র আহবান করা হয়নি।

১৫। **পুরাতন তাবানি (প্রস্তাবিত মুক্তিযুদ্ধ ভবন)** (মিরপুরস্থ তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিঃ-এর জায়গা): ২৫৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১.০০ একর। **মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের অফিস করার জন্য বহুতল বিশিষ্ট 'মুক্তিযুদ্ধ ভবন' নির্মাণের খসড়া ডিপিপি ২৮/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইয়ের লক্ষ্যে কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগের জন্য ২১/১২/২০২১ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ০৬টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রস্তাবগুলো মূল্যায়ন করে সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হয়েছে। কারিগরি ও আর্থিক দরপ্রস্তাব আহবান করা হলে ০৪/০৪/২০২২ খ্রি: তারিখে ০৩টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। মূল্যায়ন কার্যক্রম ১০/০৮/২০২২ খ্রি: তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। ট্রাস্ট ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের পর্যালোচনায় ট্রাস্ট নির্বাহী কমিটির একজন মাননীয় সদস্যের তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধের আবহমান ভবনের নকশা তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়া স্থাপত্য অধিদপ্তর হতেও ভবনের নকশা তৈরী করা হয়েছে। উভয় নকশা মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মুখে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।**

১৬। সিরকো সোপ এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ: ২৭৩-৭৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২.০০ একর। উক্ত জায়গা নির্বাহী কমিটির ৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেয়ারিং পদ্ধতিতে ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-যোগ্য ডেভেলপার নির্বাচনের জন্য ১৭/০৮/২০২১ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ০২টি আবেদন পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ২২/১১/২০২১ খ্রি: তারিখে পুন:বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলে আরও ০১টি আবেদন পাওয়া যায়। বর্তমানে ভাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে। ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় কার্যক্রম স্থগিত আছে।

সিরকো সোপ এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

১৭। মেটাল প্যাকেজেস লিঃ: ১৫৫-১৫৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-২.০০ একর। উক্ত জমিতে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-যোগ্য ডেভেলপার নির্বাচনের পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে ০২টি আবেদন পাওয়া গেছে। ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় কার্যক্রম স্থগিত আছে।

১৮। তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিঃ: ৪৭৪, চিড়িয়াখানা সড়ক, মিরপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৭.২৫ একর। উক্ত জায়গা ও স্থাপনা অস্থায়ীভাবে (০৩ বছরের জন্য) ভাড়া দেয়া হয়েছে। পিপিআর অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩০ বছর মেয়াদে বিওটি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স/শপিংমল /ইউনিভার্সিটি/ প্রকৌশল ইনস্টিটিউট/মেডিক্যাল কলেজ/ আইটি পার্ক/ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি ইত্যাদি নির্মাণ কাজের ডেভেলপার/বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ০৬/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। বর্তমানে ভাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে। ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় কার্যক্রম স্থগিত আছে।

১৯। ট্রাস্ট আধুনিক হাসপাতাল: চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১৪.০০ শতক। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

২০। **আবাসিক সিটি বিজয় নিকেতন** (পুরাতন নামঃ পারুমা (ইস্টার্ণ) লিঃ): ১২১ করিমুল্লাবাগ, পোস্তগোলা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৪.২৩ একর। **বর্ণিত জমির মধ্যে ২৩.৮৪ শতক জমির মালিকানা নিয়ে মামলা থাকার কারণে রাজউক হতে নক্সা অনুমোদন না পাওয়ায় নির্বাহী কমিটির ৪৩তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম ধাপে ২৩.৮৪ শতক নালিশি জমি বাদ দিয়ে দ্রুত উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার জন্য ডেভেলপারকে ০৫/১২/১৮ খ্রি: তারিখে পত্র দেয়া হয়। জমির পরিমাণ কমে যাওয়ায় পুনরায় ছাড়পত্র গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ডেভেলপার ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য অনলাইনে ১২/০৮/২০২১ খ্রি: তারিখে রাজউক বরাবরে আবেদন করেছে। সংশ্লিষ্ট সকল ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য ০৬/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে ডেভেলপারকে পত্র দেয়া হয়েছে। ডেভেলপারকে কাজে আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে না বিধায় চুক্তি বাতিলের বিষয়ে ডেভেলপারকে কারণ দর্শানোর জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক নয়। নির্বাহী কমিটির ৬০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে আইনজীবী ও আইন উপদেষ্টার সমন্বয়ে সভা করে আইনগতদিক পর্যালোচনা করা হয় এবং চুক্তির ৩৪ নং শর্তানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**

গাজীপুর জেলা

২১। ইউনাইটেড টোবাকো কোম্পানি লিঃ (ইউটিসি): বোর্ডবাজার, গাজীপুর। জমির পরিমাণ-১.১০৫০ একর। নির্বাহী কমিটির ৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেয়ারিং পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ২০/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ০৩টি দরপত্র পাওয়া যায়। ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় মূল্যায়ন কার্যক্রম স্থগিত আছে।

২২। বাংলাদেশ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ (হাইসল্স): ১০২, টঙ্গি শিল্প এলাকা, গাজীপুর। জমির পরিমাণ-১.৭৭ একর। নির্বাহী কমিটির ৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেয়ারিং পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ২০/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ০৩টি দরপত্র পাওয়া যায়। ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় মূল্যায়ন কার্যক্রম স্থগিত আছে।

২৩। কুনিয়া মৌজার জমি, গাজীপুর: ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত। জমির পরিমাণ-২.৬৮ একর। নির্বাহী কমিটির ৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেয়ারিং পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ২০/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ০৩টি দরপত্র পাওয়া যায়। ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় মূল্যায়ন কার্যক্রম স্থগিত আছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা:

২৪। ১৫০ ও ১৫২ বি, কে রোড, ভগবানগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ: হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা, : নিতাইগঞ্জ। জমির পরিমাণ-৩৪.০০ শতক। পুরাতন টিনসেড স্থাপনা ও জায়গা ভাড়া দেয়া হয়েছে। পিপিআর অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩০ বছর মেয়াদে বিওটি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স/শপিংমল/ ইউনিভার্সিটি/ প্রকৌশল ইনস্টিটিউট/ মেডিক্যাল কলেজ/আইটি পার্ক/ ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি ইত্যাদি নির্মাণ কাজের ডেভেলপার/বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ০৬/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে ০১টি মাত্র প্রস্তাব পাওয়া গেছে। নতুন করে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে। বর্তমানে মাসিক ভাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে গোডাউন করার নকশা তৈরী করা হয়েছে।

২৫। ৯-১০ পুরাতন ব্যাংক রোড, ডালপট্টি, নারায়ণগঞ্জ (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা): জমির পরিমাণ-১.১১ একর। বিদ্যমান পুরাতন টিনসেড স্থাপনা হতে মাসিক ৪.১০ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। পুরাতন টিনসেড স্থাপনা ও জায়গা ভাড়া দেয়া হয়েছে। পিপিআর অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩০ বছর মেয়াদে বিওটি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স/শপিংমল/ ইউনিভার্সিটি/ প্রকৌশল ইনস্টিটিউট/ মেডিক্যাল কলেজ/আইটি পার্ক/ ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি ইত্যাদি নির্মাণ কাজের ডেভেলপার/বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ০৬/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে ০১টি মাত্র প্রস্তাব পাওয়া গেছে। মামলা থাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছিলনা। গত ২৮/০৭/২০২২ খ্রি: তারিখে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ট্রাস্টের পক্ষে রায় হয়েছে। গত ১০/০৮/২০২২ খ্রি: তারিখে ট্রাস্টের নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে জায়াগাটি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২৬। মদনগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ এর জমি: (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) জমির পরিমাণ-৩.১৯ একর। জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে পূর্ব থেকে মামলা মোকদ্দমা বিরাজমান রয়েছে। মালিকানা নিয়ে মামলা চলমান থাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম স্থগিত আছে। ইতোপূর্বে কয়েকবার শুনানীর দিন ধার্য করা হলেও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নারায়ণগঞ্জ-এর অনুপস্থিতি ও বদলিজনিত কারণে শুনানী হয়নি।

চট্টগ্রাম জেলা

২৭। **ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ:** রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। জমির পরিমান-১০.০১ একর। মাসিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো আছে। ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম স্থগিত আছে।

২৮। **পাহাড়ী জমি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম:** (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা) জমির পরিমাণ-১৫.০০ একর। বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো আছে।

পাহাড়ী জমি

২৯। **জয় বাংলা বাণিজ্যিক ভবন: (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা)** ৩৬ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-২৪.০৯ শতক। উক্ত জায়গায় শেয়ারিং পদ্ধতিতে ০২টি বেইজমেন্টসহ ১৯তলা (২বি+১৭) বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন হস্তান্তর/গ্রহণ করার লক্ষ্যে কাজের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য এক্সপার্ট ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখের মধ্যে হস্তান্তর/গ্রহণ কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও হস্তান্তর হয়নি। ইতোমধ্যে ০৯টি ফ্লোর এর মধ্যে ০৬টি ফ্লোর হস্তান্তর/গ্রহণ করা হয়েছে। ভবনের সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবনটি বুঝে নেয়া হবে।

১৯ তলা বিশিষ্ট জয়বাংলা বাণিজ্যিক ভবন

৩০। **টাওয়ার-৭১:** (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা) ৭১ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-১৯.২৭ শতক। উক্ত জায়গায় শেয়ারিং পদ্ধতিতে ০৪টি বেইজমেন্টসহ ২৫ তলা (৪বি+২৫) বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন হস্তান্তর/গ্রহণ করার লক্ষ্যে কাজের গুনগতমান পরীক্ষার জন্য এক্সপার্ট ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখের মধ্যে হস্তান্তর/গ্রহণ কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও হস্তান্তর হয়নি। ট্রাস্টের অংশের ১৩টি ফ্লোর এর মধ্যে ০২টি ফ্লোর বুঝে নিয়ে ভাড়া দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ফ্লোরসমূহের মধ্যে চলতি মাসে আরও ০৩টি ফ্লোর ডেভেলপারের নিকট হতে বুঝে নেয়া হবে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে ভবন হস্তান্তর/গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

২৯ তলা বিশিষ্ট টাওয়ার-৭১
বাংলাদেশের ১০ম উচ্চতম ভবন

৩১। **মাল্টিপল জুস কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট:** ২০, মোহরা শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-৫.০৬ একর। উক্ত জায়গা ও স্থাপনা অস্থায়ীভাবে (০৩ বছরের জন্য) ভাড়া দেয়া হয়েছে। পিপিআর অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩০ বছর মেয়াদে বিওটি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স/শপিংমল/ ইউনিভার্সিটি/প্রকৌশল ইনস্টিটিউট/মেডিক্যাল কলেজ/ আইটি পার্ক/ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি ইত্যাদি নির্মাণ কাজের ডেভেলপার/বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ০৬/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় কার্যক্রম স্থগিত আছে। বর্তমানে মাসিক ৬.৫০ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়।

৩২। **বাক্সলি পেইন্টস লিঃ:** ২১৫-২১৬ নাসিরাবাদ শি/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-১.৯৩২৫ একর। উক্ত জায়গায় ০৬টি ওয়্যার-হাউজের মধ্যে ০৪টি ওয়্যার-হাউজ নির্মাণ করে ভাড়া দেয়া হয়েছে। বতমানে ০২টি ওয়্যার-হাউজ ও ১৫টি দোকান নির্মাণের জন্য ২৩/১২/২০২১ খ্রি: তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতঃমধ্যে ০২টি ওয়্যার-হাউজের ফ্লোর লেবেল পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্টিলের কলাম তৈরীর কাজ চলমান। ১৫টি দোকানের বেইজমেন্টসহ শর্ট কলামের কাজ শেষ হয়েছে। গ্রেডভিম ঢালাইয়ের কাজ করা হচ্ছে।

বাক্সলি পেইন্টস লিঃ:

৩৩। **দেলোয়ার পিকচার্স লিঃ:** ১০৩৮ চট্টেশ্বরি রোড, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-৬৫.৯৯ শতক। উক্ত জায়গায় শেয়ারিং পদ্ধতিতে ভবন নির্মাণের জন্য ২৮/১০/২০২১ খ্রি: তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলে ০২টি আবেদন পাওয়া যায়। ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিটি বিক্রির তালিকায় থাকায় পুন:দরপত্র আহবান স্থগিত আছে।

৩৪। **মেটাল প্যাকেজ:** (ঢাকার তেজগাঁওস্থ মেটাল প্যাকেজের জায়গা) ৪০/৪১ নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-২.০০ একর। উক্ত জমিতে ২০০১ সালে নিয়ম বহির্ভুতভাবে বিক্রি করে দলিল সম্পাদন করে দেয়া হয়। উক্ত দলিল বাতিল চেয়ে ট্রাস্ট কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা চলমান থাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম স্থগিত আছে।